দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 30 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ১ ...

সংবর্ধনা নিয়ে বিরোধে চট্টগ্রামে ভার্সিটি ছাত্র নিহত

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাস অফিস ॥ ফ্রেশার্স সংবর্ধনাক্কে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষ গ্রুপের ছুরিকাঘাতে নাসিম আহমেদ সোহেল নামে চট্টগ্রাম প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার দিকে নগরীর দামপাড়ার প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ ক্যাম্পাসে এ ঘটনা ঘটে। এতে আরও অন্তত তিনজন আহত হন। আহতদের চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন ৪ জনকে আটক করেছে চকবাজার থানা পুলিশ। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আহমেদ রাজিব চৌধুরীকে প্রধান করে ৯ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে

★ অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা ★ ৯ সদস্যের তদন্ত কমিটি

তদন্ত শেষ করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. অনুপম সেন। নিহত সোহেল

(১৯ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

সংবর্ধনা নিয়ে

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগের এমবিএ দ্বিতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী। তার গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা সদর দক্ষিণে। তিনি নগরীর শেরশাহ এলাকায় পরিবারের সাথে থাকতেন।

এদিকে, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোহেলের বন্ধু ও বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা দামপাড়া ওয়াসা মোড়, নগরীর প্রর্বতক মোড়সহ বেশ কয়েকটি সড়ক ও মোড়ে ব্যারিকেড দেয়। এ সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা অন্তত অর্ধশত গাড়ি ভাংচুর করে বলে জানা গেছে। বিক্ষোভের সময় কিছু কিছু শিক্ষার্থীকে সশস্ত্র অবস্থায় দেখা গেছে। ভাংচুরকালে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। অফিস ফেরত নগরবাসিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে হেঁটে গন্তব্যে পৌছাতে হয়।

অপরদিকে ঘটনার সাড়ে তিন ঘণ্টা পর নগরীর প্রবর্তক মোড় এলাকায় যান চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিন। তিনি সেখানে নিহত সোহেলের হত্যাকারীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার ঘোষণা দিলে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ব্যারিকেড তুলে নেয়।

এ সময় মেয়র বলেন, সোহেলের হত্যাকারী যেই হোক, যত বড়ই হোক তাকে আইনের আওতায় আনা হবে। এর পিছনে প্রভাবশালী কোন গডফাদার থাকলে তাকেও ছাড় দেয়া হবে না।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আহ্বায়ক কমিটির এক সদস্য জানান, সংবর্ধনা কমিটি অনুষ্ঠানে সাবেক মেয়র মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীকে প্রধান অতিথি করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সোহেল কাউকে না জানিয়ে সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিনকে প্রধান অতিথি করেন। বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তার জের ধরে মঙ্গলবার হতাহতের ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আহমেদ রাজিব চৌধুরী বলেন, কিছু উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষার্থীর ছুরিকাঘাতে এমবিএ দ্বিতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী সোহেল নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ৯ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি ঘটন করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করেছেন। নিহত সোহেলের লাশ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।